রিযিক

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

জন্ম গাইবান্ধায়। বেড়ে উঠা রাজশাহীতে। পিতা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাতা উম্মে মারিয়াম রাযিয়া। উভয়েই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের হাতেই লেখকের পড়াশোনার হাতেখড়ি। কুরআন ও হাদীছের উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেছেন দারুল উলুম দেওবান্দ, ভারত ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব থেকে। কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেছেন গিলেটবাজার মাদরাসা বানারস থেকে। তার অন্যতম শিক্ষকগণ হচ্ছেন মাওলানা বদিউজ্জামান (রহ.), শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী, মুফতী সাঈদ আহমাদ পালানপুরী, মাওলানা নিয়ামাতুল্লাহ আ'যমী, মুফতী হাবীবুর রহমান আ'যমী, শায়খ আওয়াদ আর-রুওয়াইছী, শায়খ আয়মান আর-রুহাইলী, শায়খ আনীস ত্বাহের, শায়খ আব্দুল বারী বিন হাম্মাদ আল-আনছারী, শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী প্রমুখ। হাদীছ নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করতে ভালবাসেন। গবেষণার পাশাপাশি দেশে সমাজ সংস্কার ও সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন।সর্বস্তরে কুরআনের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী মক্তব প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছেন। সম্প্রীতি তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য থেকে ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স এ মাস্টার্স শেষ করেন।

রিযিক্ব

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

ফাযিল, দারুল উলুম দেওবান্দ, ভারত;
অনার্স, মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব;
মাস্টার্স, ডান্ডি ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য।

তুবা পাবলিকেশন
TUBA PUBLICATION

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭
জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা ৯
দুনিয়ার দাম কত টাকা? ১২
টাকা বেশি হলেই কি শান্তি? ১৪
কে বোকা আর কে বুদ্ধিমান? ১৮
আসল জীবন কোনটা? ২২
এপার বনাম ওপার ২৪
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষদের অবস্থা ২৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভয় ও বস্তুবাদী দুনিয়া ৩২
রিযিক্ব কী? ও তার প্রয়োজনীয়তা ৩৫
রিযিক্ব কি আপনার হাতে? ৩৭
ভাগ্য ও রিযিক্ব ৪০
তাহলে কি ঘরে বসে থাকব? ৪১
আল্লাহ সবাইকে ধনী করলেন না কেন? ৪৪
আল্লাহ্‌র পরীক্ষা বনাম মানুষের পরীক্ষা ৪৭
ধনী হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় ৪৯
বরকত ৫২
বরকতের বাস্তবতা ৫৩
▶ রাসূল ﷺ -এর ঘটনা ৫৩
▶ আবু হুরায়রা رضي الله عنه -এর ঘটনা ৫৪
▶ আম্মুর ঘটনা ৫৪
বরকতময় জায়গা ৫৬
বরকতময় সময় ৫৮
বরকতময় কর্ম ৬০
▶ বিসমিল্লাহ বলা ৬০
▶ মহান আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা ৬১
▶ কুরআন তেলাওয়াত করা ৬২
▶ একত্রে খাবার খাওয়া ৬২

▶ যমযমের পানি পান করা ৬৩
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে রিযিক্ব বৃদ্ধির উপায় ৬৪
▶ তাওহীদ ৬৪
▶ ক্ষমা প্রার্থনা করা ৬৬
▶ আল্লাহকে ভয় করা ৬৭
▶ আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ৬৮
▶ আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ৬৯
▶ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা ৭১
▶ বার বার হজ্জ-ওমরা করা ৭২
▶ দুর্বল ও বিপদগ্রস্তের প্রতি সদয় হওয়া ৭৩
▶ ইবাদতের জন্য সময় বের করা ৭৩
▶ আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা ৭৪
▶ বিয়ে ও সন্তান বেশি হওয়া ৭৫
▶ তালেবুল ইলম এর পিছনে খরচ করা ৭৬
কী করলে রিযিক্ব কমে? ৭৮
▶ গুনাহ ৭৮
▶ পিতা-মাতার অবাধ্যতা ৮০
▶ যিনা ৮১
▶ সূদ ৮৩
▶ অপচয় ৮৪
▶ নে'মতের অবমূল্যায়ন ৮৫
▶ ফক্বীর-মিসকীনকে গলা ধাক্কা ৮৬
▶ অহংকার ৮৭
▶ গরীব গৌরবী ৮৭
জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও কিছু কথা ৮৮
বিপদ-আপদ ৯০
রিযিক্বের জন্য কিছু দু'আ ৯২

জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা

একজন ব্যক্তি পরিবারসহ সফরে বের হয়েছে। গাড়ি সে নিজেই ড্রাইভ করছে। কিছুদূর পর রাস্তায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাত দেখাচ্ছে। লোকটি গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী নাম? কী চাও? মানুষটি বলল, আমার নাম ধন-সম্পদ। আমাকে চাইলে সাথে নিতে পারো। লোকটি পিছনে বসা স্ত্রী-পুত্রকে জিজ্ঞেস করল। সবাই সমস্বরে সম্মতি জ্ঞাপন করল। কিছুদূর যেতেই আবার আরেকজন মানুষ। একই প্রশ্ন। মানুষটি বলল, আমার নাম খ্যাতি-যশ। চাইলে সাথে নিতে পারো। সবার সম্মতিতে সাথে নেওয়া হলো। কিছুদূর পর আবার আরেকজন মানুষ। জবাবে সে বলল, আমার নাম দ্বীন। চাইলে সাথে নিতে পারো। সবাই রি-রি করে উঠল। স্ত্রী বলছে, এটাকে সাথে নিলে আমাকে সেকেলে যুগের বোরকা পরতে হবে। ছেলে বলল, কত সুন্দর গান শুনছিলাম এখনই বন্ধ করতে হবে। পিতা ভাবছে দিনে পাঁচবার ছালাত পড়তে হবে, দাড়ি রাখতে হবে। ১৪ রকম ঝামেলা। কেউ সাথে নিতে চাইল না। দ্বীনকে পিছনে ফেলে তাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। সামনে চেক পোস্ট। কিছু পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ গাড়ি দাঁড় করিয়ে লোকটিকে নেমে আসতে বলল। লোকটি নামল।

পুলিশরা বলল, আমাদের সাথে চলো। তোমার সফরের সময় শেষ। লোকটি বলল, আমার স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ তাদেরকে সাথে নিই! পুলিশ বলল, না! সাথে দ্বীন ছাড়া কিছুই যাবে না। লোকটি বলল, দ্বীনকে তো সাথে নিইনি। সে তো পিছনে থেকে গেছে। দয়া করে, একটু সময় দিন! নিয়ে আসি। পুলিশ বলল, আপনার সময় শেষ। আর সম্ভব না।

লোকটি তার গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে তার বড় ছেলে হাত নেড়ে বিদায় দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমাদের এই কাল্পনিক গাড়িটা দুনিয়ার সফর। কাল্পনিক পুলিশ মালাকুল মাউত। এটাই হলো দুনিয়ার সবচেয়ে সত্য ও নিষ্ঠুর বাস্তবতা।

মনে করেন, আপনি অনেক পরিশ্রম করে একটা উন্নতমানের অত্যাধুনিক পার্ক তৈরি করলেন। সেখানে দুনিয়ার সব ধরনের ফুলের সমারোহ ঘটালেন। দৃষ্টিনন্দন সব গাছ দিয়ে পার্ককে মোহিত করে তুললেন। সাথে বিভিন্ন বিনোদন সামগ্রীরও ব্যবস্থা করলেন। সুইমিং পুল থেকে শুরু করে বোট রেসিং পর্যন্ত সবই। এখন পার্কটা উদ্বোধনের সময়। লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করবেন। হঠাৎ চালু করার আগের দিন এমন ভূমিকম্প ও ঝড়-বৃষ্টি হলো সব ধুলায় ধূলিসাৎ। সব আশায় গুড়েবালি।

মনে করেন, একজন কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি চাষ করল। পানি দিল। আগাছা তুলল। সময়মতো বিষ দিল। সার দিল। নিড়ানি দিল। বিভিন্ন জীব-জন্তু থেকে জমিকে পাহারা দিল। দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ দীর্ঘ পরিশ্রম শেষে এখন তার বিঘা-বিঘা ধান পেকে সোনালি হয়ে গেছে। খুশিতে বাগবাগ কৃষকের মন। হঠাৎ রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে সব ধানের শীষ ঝরে গেল। সব স্বপ্ন ভঙ্গ।

এই উদাহরণগুলোই মহান আল্লাহ দিয়েছেন দুনিয়ার জন্য। পুরো দুনিয়াটাই মূলত এই ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হওয়া পার্কের মতো। দুনিয়ার নাতিদীর্ঘ ৬০ বছরের জীবনের ফলাফল মূলত ঝড়ে, শিলাবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ধানের ক্ষেতের মতো *(ইউনুস, ২৪; হাদীদ, ২০)*।

عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، قَالَ: « يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، قَالَ: وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟».

মুত্বাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকটে আসলাম তখন তিনি পড়ছিলেন, 'আল-হাকুমুত তাকাছুর' তথা তোমাদেরকে দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতা পরকাল থেকে গাফেল রেখেছে। এরপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আদম সন্তান বলে, আমার মাল! আমার সম্পদ! আমার টাকা! হে আদম সন্তান তোমার জন্য এই তিনটা ছাড়া আর কিছু কি আছে- যা খাও তা নষ্ট হয়ে যায়, যা পরো তা পুরাতন যায়, আর যা দান করো তা বাকী থাকে?' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০৯)*।

দুনিয়ার দাম কত টাকা?

ঢাকায় একটা প্লট-ফ্লাট নেওয়ার সে কী উচ্চাভিলাষ! আজকের বাজারে শহরে জমি মানে সোনা। কোটি কোটি টাকা দাম। সারা দুনিয়ায় এই রকম কত জমি আছে। এই জমিগুলোর নিচেই আছে কত সোনার খনি, কত তেলের খনি তার ইয়ত্তা নাই। সারা দুনিয়ায় জলে-স্থলে কত হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি আছে তা হিসাব করা মানুষের সাধ্যাতীত। সেখানে গত হাজার হাজার বছরে কত হাজার কোটি টাকা মানুষ আয় করেছে, ব্যয় করেছে, খেয়েছে তা মানুষের হিসাব ক্ষমতার (ক্যালকুলেটিং পাওয়ার) বাইরে। আরও কত করবে তাও অজানা। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব মিলিয়ে আমাদের দৃষ্টিতে এই দুনিয়ার দাম কত হাজার কোটি টাকা হতে পারে? আমাদের কাউকে পুরো দুনিয়ার সকল জমি-জায়গা, অর্থ-সম্পত্তি দিতে চাওয়া হলে কত টাকায় কিনে নিব? আমাদের উত্তরের আগে এসব কিছুর যিনি মালিক তাঁর জবাব শুনুন! তাঁর নিকটে দর-দাম কত?

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ . فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ؟.

মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয় পরকালের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এতটুকু যে, তোমাদের কেউ তার আঙ্গুল সাগরে ডুবিয়ে দেখুক তা কতটুকু পানি নিয়ে ফিরে আসে?' *(তিরমিযী, হা/২৩২৩)*।